বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

dsa.gov.bd

১. পরিচিতি

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সরকার 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮' প্রণয়ন করেছে। দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৫ ধারার বিধান অনুসারে ২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর সরকার 'ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি' গঠন করেছে।

দেশের সাইবার স্পেস এবং প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য সেবাসমূহের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সাইবার ঝুঁকি ও হুমকিসমূহ চিহ্নিতকরণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ; বিভিন্ন সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে সতর্কবার্তা প্রেরণ; সাইবার অপরাধসমূহ দমন, প্রতিরোধ ও আইনি কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য এজেন্সিকে কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান; বিভিন্ন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির অন্যতম দায়িত্ব।

১.২. ভিশন (Vision)

বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ সাইবার স্পেস।

১.৩. মিশন (Mission)

জাতীয় নিরাপত্তা, ডিজিটাল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং ডিজিটাল জীবনযাত্রাকে সুরক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ সাইবার স্পেস প্রতিষ্ঠা করা।

১.৪. প্রধান কার্যাবলি

- দেশে ডিজিটাল ডিভাইস ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় করা এবং যে কোন তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় সংকটকালীন সময়ে সংকট মোকাবেলার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (CII) এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;
- তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক হুমকি মোকাবেলা এবং এ সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার CIRT, Forensic Lab গঠনের নির্দেশনা ও অনুমোদন প্রদান করা এবং কম্পিউটার ইমার্জেন্সী রেসপন্স টিমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করা;

- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা এবং ডিজিটাল সিকিউরিটির প্রতি হুমকির উৎস অভ্যন্তরীণ নাকি আন্তর্জাতিক তা পর্যবেক্ষণ করা এবং সংশ্লিষ্টদের এই বিষয়ে অবহিত করা;
- জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বহি:সম্পর্ক, জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা অথবা প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য সেবার প্রতি ডিজিটাল সিকিউরিটির হুমকি বিষয়ে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো চিহ্নিতকরণ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি/মালিককে এর নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর মালিক ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং তা প্রতিপালনের জন্য নির্দিষ্ট মানদন্ড প্রস্তুত করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত ঘটনার বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের CIRT কে সহায়তা প্রদান করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি সার্ভিস প্রদানকারীদের লাইসেন্স প্রদান এবং সিকিউরিটি সার্ভিসের মানদন্ড নির্ধারণ করা এবং দেশে ডিজিটাল সিকিউরিটি সার্ভিস শিল্পের প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত সার্ভিস, পণ্য এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহৃত কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মান নির্ধারণ করা। এছাড়াও ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের পেশাগত উৎকর্ষ বজায় রাখা এবং উন্নতি ও অগ্রগতিতে সহায়তা প্রদান করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত প্রযুক্তি, গবেষণা ও সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী সরকারের সাথে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন, তথ্য আদান-প্রদান ও সহযোগিতা করা;
- কম্পিউটার ও কম্পিউটার সিস্টেমের নিরাপত্তা তদারকি ও এ বিয়য়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভা আয়োজন ও সাচিবিক সহযোগিতা করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর বাস্তবায়ন তদারকি এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করা।

১.৫. ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল

দেশের সাইবার স্পেসকে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত রাখতে এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন এবং প্রতিকারের লক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮' (২০১৮ সালের ৪৬ নাম্বার আইন) বিলটি পাশ হয়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ধারা- ১২ অনুযায়ী পনের (১৫) সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল' গঠিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল- এর চেয়ারম্যান।

ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল নিম্নরূপভাবে গঠিত:

(ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারম্যান
(খ)	মাননীয় মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ)	মাননীয় মন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঘ)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
(ঙ)	প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা	সদস্য
(চ)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
(ছ)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
(জ)	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
(ঝ)	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
(ঞ)	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
(ট)	পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঠ)	ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
(ড)	চেয়ারম্যান, বিটিআরসি	সদস্য
(ঢ)	মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর	সদস্য
(ণ)	পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)	সদস্য
(ত)	মহাপরিচালক, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি	সদস্য-সচিব

১.৬. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১.৬.১. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ধারা-৮ অনুযায়ী মহাপরিচালক নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন-

(১) মহাপরিচালকের নিজ অধিক্ষেত্রভুক্ত কোনো বিষয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি করলে তিনি উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা, ক্ষেত্রমত, ব্লক করার জন্য বিটিআরসি'কে অনুরোধ করতে পারেন।

(২) যদি ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত দেশের সংহতি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করে, বা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঞ্চার করে, তাহলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার জন্য মহাপরিচালকের মাধ্যমে, বিটিআরসিকে অনুরোধ করতে পারেন।

(৩) উক্তরূপ কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হলে বিটিআরসি, উক্ত বিষয়াদি সরকারকে অবহিতক্রমে, তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ক্ষেত্রমত ব্লক করবে।

১.৬.২. জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT)

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ -এর ধারা-৯ অনুসারে সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য এজেন্সির অধীন একটি জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT) থাকবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো, প্রয়োজনে, এজেন্সির পূর্বানুমোদন গ্রহণক্রমে, নিজস্ব কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন করতে পারবে। NCERT ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং, প্রয়োজনে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এজেন্সি কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে। কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমের দায়িত্ব নিম্নরূপ:

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর জরুরি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সাইবার বা ডিজিটাল হামলা হলে এবং সাইবার বা ডিজিটাল নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সম্ভাব্য ও আসন্ন সাইবার বা ডিজিটাল হামলা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- সরকারের অনুমোদন গ্রহণক্রমে, সমধর্মী বিদেশি কোনো টিম বা প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য আদান-প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কাজ।

১.৬.৩. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) নিরাপত্তা

আইনের ধারা-১৫ তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (CII) নিরাপত্তার বিষয়ে এজেন্সি'কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর নিরাপত্তা পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা মহাপরিচালকের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, আইনের ধারা-১৫ অনুসারে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামোকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসেবে ঘোষণা করার বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) এর সংজ্ঞা-

(ক) "গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)" বলতে বুঝায় সরকারের ঘোষিত এমন কোনো বাহ্যিক বা ভার্চুয়াল তথ্য পরিকাঠামো যা কোনো তথ্য-উপাত্ত বা কোনো ইলেকট্রনিক তথ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চারণ বা সংরক্ষণ করে এবং যা ক্ষতিগ্রস্থ বা সংকটাপন্ন হলে জননিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা জনস্বাস্থ্য অথবা জাতীয় নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্বের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।

(খ) ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ -এর ধারা-১৫ অনুসারে সরকার কোনো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামোকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

১.৬.৪. ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ধারা-১০ অনুসারে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে, এক বা একাধিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব থাকার বিধান রাখা হয়েছে। নির্ধারিত মান অর্জন সাপেক্ষে, এজেন্সি ল্যাবসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান এবং ল্যাবসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে। বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী এজেন্সি প্রত্যেক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এর গুণগত মান নিশ্চিত করবে।

১.৬.৫. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন হলে, অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ এর বিধান অনুসারে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি আন্তর্জাতিক সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

১.৭. সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়ন

ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাসমূহ বিশেষত BGD e-GOV CIRT টিম ও অন্যান্য অংশীজনের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ সম্প্রতি প্রকাশিত সাইবার সিকিউরিটি সূচকসমূহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা নিম্নরূপঃ

- National Cyber Security Index (NCSI): এস্তোনিয়া ভিত্তিক ই-গভর্নেন্স একাডেমি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণীত মার্চ ২০২২ অনুযায়ি বিশ্বের ১৬০টি দেশের মধ্যে ৬৭.৫৩ স্কোর করে বাংলাদেশ ৩২তম স্থান অর্জন করেছে, যা ২০২০ সালে ৬৩তম স্থানে ছিল। মৌলিক সাইবার হামলা প্রতিরোধের প্রস্তুতি, সাইবার ইনসিডেন্ট, সাইবার অপরাধ ও বড় ধরনের সংকট ব্যবস্থাপনার বিষয় মূল্যায়ন করে এ সূচক তৈরি করা হয়।

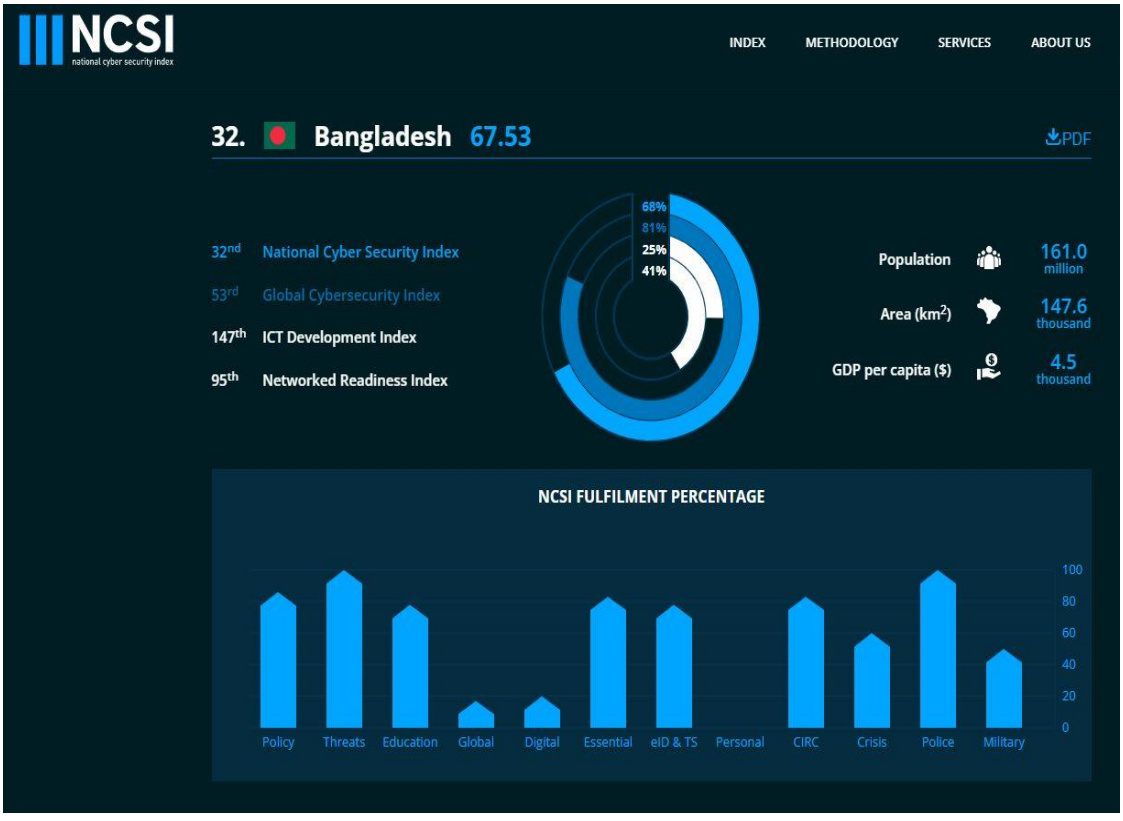

চিত্র: ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সের (এনসিএসআই) জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান।

- নেদারল্যান্ড ভিত্তিক সংস্থা Surfshark এর ইন্টারনেট সাশ্রয়ী, নিরাপত্তা এবং মানের নিমিত্তে জরিপ কার্যক্রম ডিজিটাল কোয়ালিটি অফ লাইফ (DQL) ইনডেক্স ২০২২ অনুযায়ি, বাংলাদেশ ২৭ ধাপ উপরে উঠে ৭৬তম স্থানে আরোহণ করেছে। সূচকে মূল্যায়ন করা দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশের মধ্যে ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান।

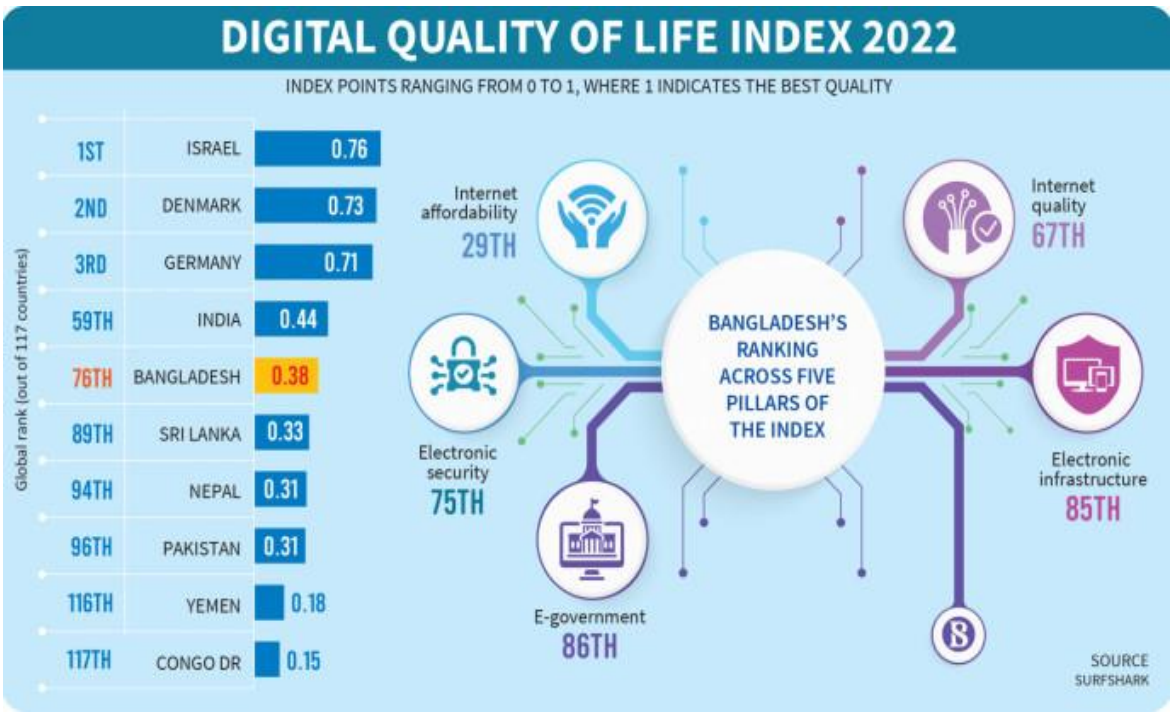

চিত্র: ডিজিটাল কোয়ালিটি অফ লাইফ (DQL) ইনডেক্স ২০২২ অনুযায়ি বাংলাদেশের অবস্থান

২. প্রশাসনিক কাঠামো

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এজেন্সির প্রয়োজনীয় জনবল থাকবে এবং এজেন্সির কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তাধীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ৫ ধারা অনুযায়ী এজেন্সিতে ০১ জন মহাপরিচালক ও ০২ জন পরিচালক-এর পদ রয়েছে।

২.১. প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ১০২১ টি পদের একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে ৩ টি ধাপে নিয়োগের লক্ষ্যে

২৩৫ টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করে। অর্থ বিভাগ থেকে ২৪ জুন ২০২১ তারিখে ১২০ (একশত বিশ)টি পদ পর পর ০৩টি আর্থিক বছরে (১ম অর্থবছরে ৫০টি, ২য় অর্থবছরে ৪০টি এবং ৩য় অর্থবছরে ৩০টি) বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ী ভিত্তিতে সৃজনের সম্মতি প্রদান করে এবং ২২ আগস্ট ২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির প্রধান কার্যালয়ের ১২০ টি পদের জন্য বেতনগ্রেড নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনগ্রেডের শর্তাবলি পুনবিবেচনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। তারপ্রেক্ষিতে ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে বেতনগ্রেডের শর্তাবলি সংশোধনের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। ৩০ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির ১২০ পদ সৃজনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের নিমিত্ত সারসংক্ষেপসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে গত ২১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির জন্য রাজস্ব খাতে অস্থায়ী ভিত্তিতে ১২০ টি পদ সৃজনের সুপারিশ প্রদান করে। অর্থবিভাগের রাষ্ট্রায়াত্ব প্রতিষ্ঠান শাখা-৪ হতে গত ০৬ জুলাই, ২০২২ তারিখে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির জন্য ১ম অর্থবছরে ৫০ টি পদ সৃজনের সরকারি মঞ্জুরী (জি.ও) জারি করে।

গ্রেডভিত্তিক এক নজরে পদসংখ্যা (প্রস্তাবিত)									
জনবলের প্রকৃতি	মূল প্রস্তাব			জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত			অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত		
	মাঠ	প্রধান কার্যালয়	মোট	মাঠ	প্রধান কার্যালয়	মোট	মাঠ	প্রধান কার্যালয়	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
গ্রেড ২-৯	৭২	৫০৭	৫৭৯	০	১৭৬	১৭৬	০	১০৩	১০৩
গ্রেড ১০-১২	১৬	৮৮	১০৪	০	৪	৪	০	১০	১০
গ্রেড ১৩-১৬	৩২	১০৮	১৪০	০	৪০	৪০	০	৩	৩
গ্রেড ১৮-২০	৪৮	১৫০	১৯৮	০	১৫	১৫	০	৭	৭
সর্বমোট =	১৬৮	৮৫৩	১০২১	০	২৩৫	২৩৫	০	১২৩	১২৩

২.২. প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)

২.২.১. ডিএসএ কর্তৃক প্রস্তাবিত পদভিত্তিক জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)

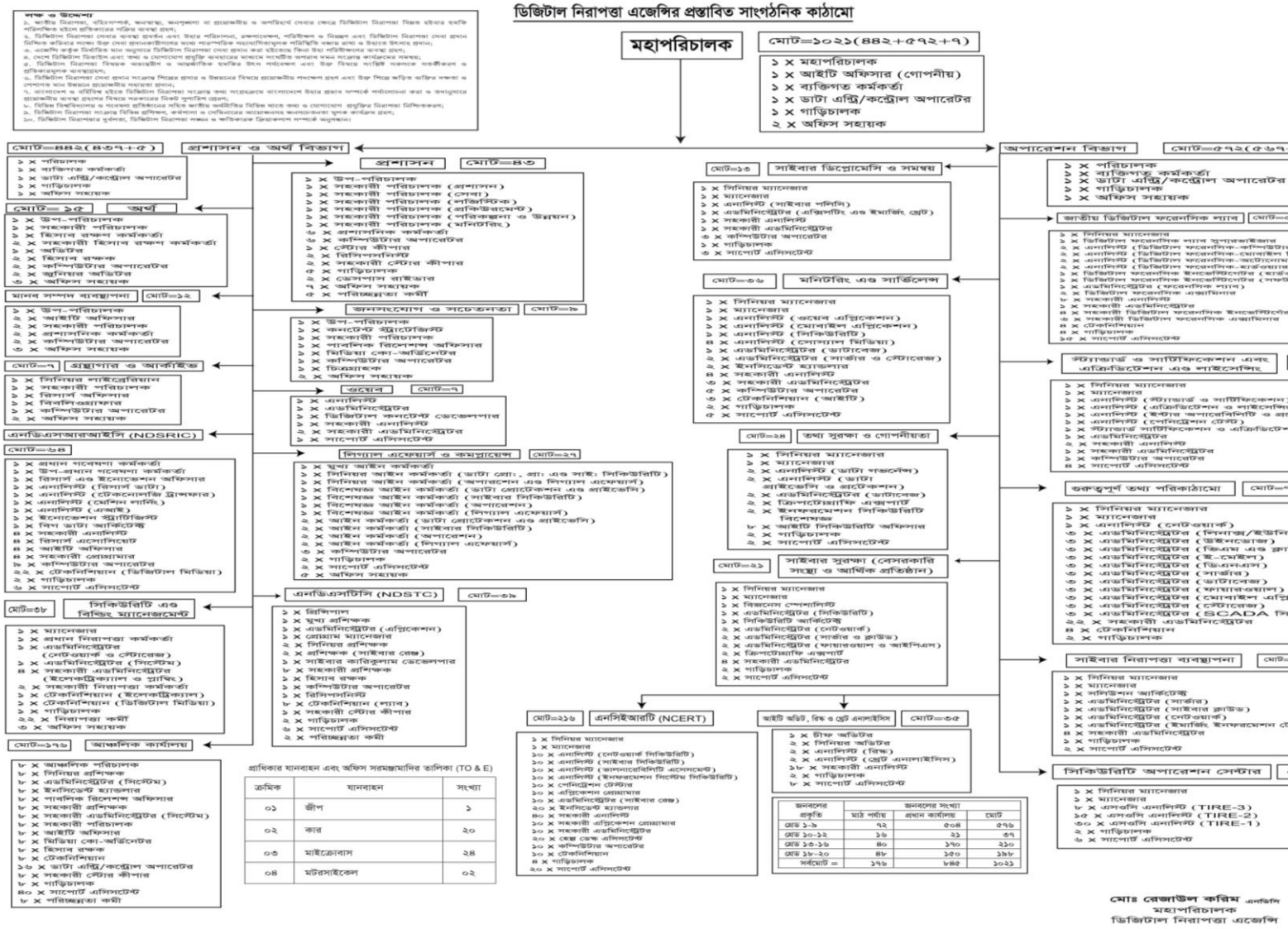

২.২.২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত পদভিত্তিক জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)

সংলাগ-১২

(অর্থ বিভাগের ৪-৩-২১ তারিখের স্মারক অনুযায়ী)

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো

১. জাতীয় নিরাপত্তা, বহিঃসম্পর্ক, জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলা বা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য সেবার ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার হুমকি পরিলক্ষিত হইলে প্রতিকারের সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং উহার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উক্ত সেবা প্রদানকারীগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পরিস্থিতি বজায় রাখা ও উহাতে উৎসাহ প্রদান;
৩. এজেন্সি কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসারে ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদান করা হইতেছে কিনা উহা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. দেশে ডিজিটাল ডিভাইস এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়;
৫. ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হুমকির উৎস পর্যবেক্ষণ এবং উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কীকরণ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ;
৬. ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদান সংক্রান্ত শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং উক্ত শিল্পে জড়িত ব্যক্তির দক্ষতা ও পেশাগত মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
৭. বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব হইতে ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহক্রমে বাংলাদেশে উহার প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা ও তদানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
৮. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহিত জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
৯. ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজনসহ জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
১০. ডিজিটাল নিরাপত্তার দুর্বলতা, ডিজিটাল নিরাপত্তা লঙ্ঘন ও ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান।

মহাপরিচালক — মোট=২৩৫(৯৬+১৩৪+৫)

১× মহাপরিচালক
১× আইটি অফিসার
১× ব্যক্তিগত সহকারী
১× ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল অফিসার
২× অফিস সহায়ক

প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ — মোট=৯৬(৯৩+৩)

১× পরিচালক
১× ব্যক্তিগত সহকারী
১× ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
১× অফিস সহায়ক

অর্থ — মোট=১১

১× উপ-পরিচালক
১× সহকারী পরিচালক
১× সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১× অডিটর
১× হিসাব রক্ষক
২× কম্পিউটার অপারেটর
২× জুনিয়র অডিটর
২× অফিস সহায়ক

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা — মোট=৮

২× আইটি অফিসার
১× সহকারী পরিচালক
৪× কম্পিউটার অপারেটর
১× অফিস সহায়ক

গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ — মোট=৩

১× বিবলিওগ্রাফার
১× কম্পিউটার অপারেটর
১× অফিস সহায়ক

এনডিএসবারআইসি (NDSRIC) — মোট=১৮

১× এনালিস্ট (রিসার্স ডাটা)
১× এনালিস্ট (টেকনোলজি ট্রান্সফার)
১× এনালিস্ট (মেশিন লার্নিং)
১× এনালিস্ট (এআই)
১× বিগ ডাটা আর্কিটেক্ট
২× সহকারী এনালিস্ট
৪× রিসার্স এসোসিয়েট
২× আইটি অফিসার
৪× সহকারী প্রোগ্রামার
১× কম্পিউটার অপারেটর

সিকিউরিটি এন্ড বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট — মোট=১২

১× এডমিনিস্ট্রেটর (সিস্টেম)
২× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড প্লাম্বিং)
৯× টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল)

প্রশাসন — মোট=১৪

১× উপ-পরিচালক
১× সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
১× সহকারী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট)
৩× কম্পিউটার অপারেটর
১× স্টোর কীপার
১× সহকারী স্টোর কীপার
৬× অফিস সহায়ক

জনসংযোগ ও সচেতনতা — মোট=৩

১× কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজিস্ট
১× কম্পিউটার অপারেটর
১× অফিস সহায়ক

ওয়েব — মোট=৫

১× এনালিস্ট
১× এডমিনিস্ট্রেটর
১× সহকারী এনালিস্ট
২× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর

লিগ্যাল এফেয়ার্স ও কমপ্লায়েন্স — মোট=৪

১× বিশেষজ্ঞ আইন কর্মকর্তা (ডাটা প্রোটেকশন এন্ড প্রাইভেসি)
২× আইন কর্মকর্তা (লিগ্যাল এফেয়ার্স)
১× কম্পিউটার অপারেটর

এনডিএসটিসি (NDSTC) — মোট=১৫

১× মুখ্য প্রশিক্ষক
১× এডমিনিস্ট্রেটর (এপ্লিকেশন)
১× প্রোগ্রাম ম্যানেজার
২× সিনিয়র প্রশিক্ষক
২× প্রশিক্ষক (সাইবার রেঞ্জ)
১× সাইবার কারিকুলাম ডেভেলপার
৫× সহকারী প্রশিক্ষক
১× কম্পিউটার অপারেটর
১× সহকারী স্টোর কীপার

জনবলের প্রকৃতি	জনবলের সংখ্যা	
	প্রধান কার্যালয়	মোট
গ্রেড ১-৯	১৭৬	১৭৬
গ্রেড ১০-১২	৪	৪
গ্রেড ১৩-১৬	৪০	৪০
গ্রেড ১৮-২০	১৫	১৫
সর্বমোট =	২৩৫	২৩৫

প্রাধিকার যানবাহন এবং অফিস সরঞ্জামাদির তালিকা

ক্রমিক	যানবাহন	সংখ্যা
০১	জীপ	১
০২	কার	৬
০৩	মাইক্রোবাস	১৪
০৪	মোটরসাইকেল	২

অপারেশন বিভাগ — মোট=১৩৪(১৩১+৩)

১× পরিচালক
১× ব্যক্তিগত সহকারী
১× ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
১× অফিস সহায়ক

সাইবার ডিপ্লোমেসি ও সমন্বয় — মোট=৫

১× এনালিস্ট (সাইবার পলিসি)
১× এডমিনিস্ট্রেটর (এক্সিসটিং এন্ড ইমার্জিং থ্রেট)
১× সহকারী এনালিস্ট
১× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর
১× কম্পিউটার অপারেটর

মনিটরিং এন্ড সার্ভিলেন্স — মোট=১১

১× ম্যানেজার
১× এনালিস্ট (ওয়েব এপ্লিকেশন)
১× এনালিস্ট (মোবাইল এপ্লিকেশন)
১× এনালিস্ট (সিকিউরিটি)
২× এনালিস্ট (সোশ্যালমিডিয়া)
১× এডমিনিস্ট্রেটর (ডাটাবেজ)
১× সহকারী এনালিস্ট
২× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর
১× কম্পিউটার অপারেটর

তথ্য সুরক্ষা ও গোপনীয়তা — মোট=৬

১× ম্যানেজার
১× এনালিস্ট (ডাটা গভর্নেন্স)
১× এনালিস্ট (ডাটা প্রাইভেসি ও প্রটেকশন)
১× এডমিনিস্ট্রেটর (ডাটাবেজ)
১× ক্রিপটোগ্রাফি এক্সপার্ট
১× ইনফরমেশন সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ

সাইবার সুরক্ষা (বেসরকারি সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) — মোট=৮

১× ম্যানেজার
১× বিজনেস স্পেশালিস্ট
১× এডমিনিস্ট্রেটর (সিকিউরিটি)
১× সিকিউরিটি আর্কিটেক্ট
১× এডমিনিস্ট্রেটর (ফায়ারওয়াল ও আইপিএস)
১× ক্রিপটোগ্রাফি এক্সপার্ট
২× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর

আইটি অডিট, রিস্ক ও থ্রেট এনালাইসিস — মোট=৭

১× চীফ অডিটর
১× এনালিস্ট (রিস্ক)
২× এনালিস্ট (থ্রেট এনালাইসিস)
৩× সহকারী এনালিস্ট

এনসিইআরটি (NCERT) — মোট=২৬

১× সিনিয়র ম্যানেজার
১× ম্যানেজার
২× এনালিস্ট (নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি)
১× এনালিস্ট (সাইবার সিকিউরিটি)
১× এনালিস্ট (ভালনারেবিলিটি এসেসমেন্ট)
১× এনালিস্ট (ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি)
৩× পেনট্রেশন টেস্টার
২× এপ্লিকেশন প্রোগ্রামার
১× এডমিনিস্ট্রেটর (সাইবার রেঞ্জ)
৩× ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলার
৪× সহকারী এনালিস্ট
৩× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর
৩× কম্পিউটার অপারেটর

জাতীয় ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব — মোট=১৯

১× সিনিয়র ম্যানেজার
১× ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব সুপারভাইজর
২× এনালিস্ট (ডিজিটাল ফরেনসিক-কম্পিউটার)
১× এনালিস্ট (ডিজিটাল ফরেনসিক-মোবাইল ডিভাইস)
১× এনালিস্ট (ডিজিটাল ফরেনসিক-অটোনোমাস ডিভাইস)
২× এনালিস্ট (ডিজিটাল ফরেনসিক-হার্ডওয়্যার)
১× ডিজিটাল ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটর (হার্ডওয়্যার)
১× এডমিনিস্ট্রেটর (ফরেনসিক ল্যাব)
১× ডিজিটাল ফরেনসিক এক্সামিনার
২× সহকারী এনালিস্ট
২× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর
২× সহকারী ডিজিটাল ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটর
২× সহকারী ডিজিটাল ফরেনসিক এক্সামিনার

স্ট্যান্ডার্ড ও সার্টিফিকেশন এবং এক্রিডিটেশন এন্ড লাইসেন্সিং — মোট=১২

১× ম্যানেজার
১× এনালিস্ট (স্ট্যান্ডার্ড ও সার্টিফিকেশন)
১× এনালিস্ট (এক্রিডিটেশন ও লাইসেন্সিং)
১× এনালিস্ট (ইন্টার অপারেবিলিটি ও প্রসেস)
১× এনালিস্ট (পেনিট্রেশন টেস্ট)
১× স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশন ও এক্রিডিটেশন বিশেষজ্ঞ
১× এডমিনিস্ট্রেটর
২× সহকারী এনালিস্ট
২× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর
১× কম্পিউটার অপারেটর

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো — মোট=১২

১× এনালিস্ট (নেটওয়ার্ক)
১× এডমিনিস্ট্রেটর (লিনাক্স/ইউনিক্স)
১× এডমিনিস্ট্রেটর (উইনডোজ)
১× এডমিনিস্ট্রেটর (ই-মেইল)
১× এডমিনিস্ট্রেটর (শার্ভার)
১× এডমিনিস্ট্রেটর (মোবাইল এপ্লিকেশন)
৬× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর

সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা — মোট=৬

১× ম্যানেজার
১× সলিউশন আর্কিটেক্ট
১× এডমিনিস্ট্রেটর (শার্ভার)
১× এডমিনিস্ট্রেটর (নেটওয়ার্ক)
২× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর

সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার — মোট=১৯

১× সিনিয়র ম্যানেজার
৩× এসওসি এনালিস্ট (TIRE-3)
৫× এসওসি এনালিস্ট (TIRE-2)
১০× এসওসি এনালিস্ট (TIRE-1)

২.২.৩. অর্থ বিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদভিত্তিক জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)

সংলগ্ন-১২

(অর্থ বিভাগের ৪-৩-২১ তারিখের স্মারক অনুযায়ী)

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো

১. জাতীয় নিরাপত্তা, বহিঃসম্পর্ক, জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলা বা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য সেবার ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার হুমকি পরিলক্ষিত হইলে প্রতিকারের সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং উহার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উক্ত সেবা প্রদানকারীগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পরিস্থিতি বজায় রাখা ও উহাতে উৎসাহ প্রদান;
৩. এজেন্সি কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসারে ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদান করা হইতেছে কিনা উহা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. দেশে ডিজিটাল ডিভাইস এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়;
৫. ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হুমকির উৎস পর্যবেক্ষণ এবং উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কীকরণ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ;
৬. ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদান সংক্রান্ত শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং উক্ত শিল্পে জড়িত ব্যক্তির দক্ষতা ও পেশাগত মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
৭. বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব হইতে ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহক্রমে বাংলাদেশে উহার প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা ও তদানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
৮. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহিত জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
৯. ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজনসহ জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
১০. ডিজিটাল নিরাপত্তার দুর্বলতা, ডিজিটাল নিরাপত্তা লঙ্ঘন ও ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান।

মহাপরিচালক — মোট=১২৩(৪৮+৭২+৩)

- ১× মহাপরিচালক
- ১× ব্যক্তিগত সহকারী
- ১× অফিস সহায়ক

প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ — মোট=৪৮(৪৫+৩)

- ১× পরিচালক
- ১× ব্যক্তিগত সহকারী
- ১× অফিস সহায়ক

অর্থ — মোট=৪

- ১× অডিটর
- ১× হিসাব রক্ষক
- ১× কম্পিউটার অপারেটর
- ১× অফিস সহায়ক

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা — মোট=৩

- ১× আইটি অফিসার
- ১× সহকারী পরিচালক
- ১× কম্পিউটার অপারেটর(৪)

গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ — মোট=৩

- ১× বিবলিওগ্রাফার
- ১× কম্পিউটার অপারেটর
- ১× অফিস সহায়ক

এনডিএসআরআইসি (NDSRIC) — মোট=১০

- ১× এনালিস্ট (রিসার্স ডাটা)
- ১× এনালিস্ট (টেকনোলজি ট্রান্সফার)
- ১× বিগ ডাটা আর্কিটেক্ট
- ১× সহকারী এনালিস্ট
- ২× রিসার্স এসোসিয়েট
- ১× আইটি অফিসার
- ২× সহকারী প্রোগ্রামার
- ১× কম্পিউটার অপারেটর

সিকিউরিটি এন্ড বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট — মোট=৩

- ১× এডমিনিস্ট্রেটর (সিস্টেম)
- ২× টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল)

প্রশাসন — মোট=৫

- ১× উপ-পরিচালক
- ১× সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
- ১× কম্পিউটার অপারেটর
- ১× সহকারী স্টোর কীপার
- ১× অফিস সহায়ক

জনসংযোগ ও সচেতনতা — মোট=৩

- ১× কনটেন্ট স্ট্রাটেজিস্ট
- ১× কম্পিউটার অপারেটর
- ১× অফিস সহায়ক

ওয়েব — মোট=৩

- ১× এনালিস্ট
- ১× এডমিনিস্ট্রেটর
- ১× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর

লিগ্যাল এফেয়ার্স ও কমপ্লায়েন্স — মোট=২

- ১× আইন কর্মকর্তা (লিগ্যাল এফেয়ার্স)
- ১× কম্পিউটার অপারেটর

এনডিএসটিসি (NDSTC) — মোট=৯

- ১× মুখ্য প্রশিক্ষক
- ১× এডমিনিস্ট্রেটর (এপ্লিকেশন)
- ১× সিনিয়র প্রশিক্ষক
- ২× প্রশিক্ষক (সাইবার রেঞ্জ)
- ১× সাইবার কারিকুলাম ডেভেলপার
- ২× সহকারী প্রশিক্ষক
- ১× কম্পিউটার অপারেটর

জনবলের প্রকৃতি	জনবলের সংখ্যা	
	প্রধান কার্যালয়	মোট
১	২	৩
গ্রেড ২-৯	৯৯	৯৯
গ্রেড ১০-১২	২	২
গ্রেড ১৩-১৬	১৫	১৫
গ্রেড ১৯-২০	৭	৭
সর্বমোট	১২৩	১২৩

প্রাধিকার যানবাহন এবং অফিস সরঞ্জামাদির তালিকা		
ক্রমিক	যানবাহন	সংখ্যা
০১	জীপ	১
০২	কার	৬
০৩	মাইক্রোবাস	১৪
০৪	মোটরসাইকেল	২

অপারেশন বিভাগ — মোট=৭২(৬৯+৩)

- ১× পরিচালক
- ১× ব্যক্তিগত সহকারী
- ১× অফিস সহায়ক

সাইবার ডিপ্লোমেসি ও সমন্বয় — মোট=৩

- ১× এনালিস্ট (সাইবার পলিসি)
- ১× সহকারী এনালিস্ট
- ১× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর

মনিটরিং এন্ড সার্ভিলেন্স — মোট=৪

- ১× ম্যানেজার
- ১× এনালিস্ট (সিকিউরিটি)
- ১× এনালিস্ট (সোশ্যাল মিডিয়া)
- ১× সহকারী এনালিস্ট

তথ্য সুরক্ষা ও গোপনীয়তা — মোট=৪

- ১× ম্যানেজার
- ১× এনালিস্ট (ডাটা প্রাইভেসি ও প্রটেকশন)
- ১× ক্রিপ্টোগ্রাফি এক্সপার্ট
- ১× ইনফরমেশন সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ

সাইবার সুরক্ষা (বেসরকারি সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) — মোট=৪

- ১× বিজনেস স্পেশালিস্ট
- ১× এডমিনিস্ট্রেটর (সিকিউরিটি)
- ১× সিকিউরিটি আর্কিটেক্ট
- ১× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর

অডিট অডিট, রিস্ক ও থ্রেট এনালাইসিস — মোট=৪

- ১× চীফ অডিটর
- ১× এনালিস্ট (রিস্ক)
- ১× এনালিস্ট (থ্রেট এনালাইসিস)
- ১× সহকারী এনালিস্ট

এনসিইআরটি (NCERT) — মোট=১৪

- ১× সিনিয়র ম্যানেজার
- ১× এনালিস্ট (নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি)
- ১× এনালিস্ট (সাইবার সিকিউরিটি)
- ১× এনালিস্ট (ভালনারেবিলিটি এসেসমেন্ট)
- ১× এনালিস্ট (ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি)
- ১× পেনিট্রেশন টেস্টার
- ১× এপ্লিকেশন প্রোগ্রামার
- ১× এডমিনিস্ট্রেটর (সাইবার রেঞ্জ)
- ২× ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলার
- ২× সহকারী এনালিস্ট
- ২× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর

জাতীয় ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব — মোট=১২

- ১× ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব সুপারভাইজর
- ১× এনালিস্ট (ডিজিটাল ফরেনসিক-কম্পিউটার)
- ১× এনালিস্ট (ডিজিটাল ফরেনসিক-মোবাইল ডিভাইস)
- ১× এনালিস্ট (ডিজিটাল ফরেনসিক-অটোনোমাস ডিভাইস)
- ১× এনালিস্ট (ডিজিটাল ফরেনসিক-হার্ডওয়্যার)
- ১× ডিজিটাল ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটর (হার্ডওয়্যার)
- ১× এডমিনিস্ট্রেটর (ফরেনসিক ল্যাব)
- ১× ডিজিটাল ফরেনসিক এক্সামিনার
- ২× সহকারী এনালিস্ট
- ১× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর
- ১× সহকারী ডিজিটাল ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটর
- ১× সহকারী ডিজিটাল ফরেনসিক এক্সামিনার

স্ট্যান্ডার্ড ও সার্টিফিকেশন এবং এক্রিডিটেশন এন্ড লাইসেন্সিং — মোট=৬

- ১× এনালিস্ট (স্ট্যান্ডার্ড ও সার্টিফিকেশন)
- ১× এনালিস্ট (এক্রিডিটেশন ও লাইসেন্সিং)
- ১× স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশন ও এক্রিডিটেশন বিশেষজ্ঞ
- ১× এডমিনিস্ট্রেটর
- ১× সহকারী এনালিস্ট
- ১× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো — মোট=৪

- ১× এনালিস্ট (নেটওয়ার্ক)
- ১× এডমিনিস্ট্রেটর (সার্ভার)
- ২× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর

সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা — মোট=৪

- ১× ম্যানেজার
- ১× সলিউশন আর্কিটেক্ট
- ১× এডমিনিস্ট্রেটর (সার্ভার)
- ১× সহকারী এডমিনিস্ট্রেটর

সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার — মোট=১০

- ২× এসওসি এনালিস্ট (TIRE-৩)
- ৩× এসওসি এনালিস্ট (TIRE-2)
- ৫×এসওসি এনালিস্ট (TIRE-1)

২.২.৪ অর্থ বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ১ম অর্থবছরে সম্মতিপ্রাপ্ত ৫০ টি পদভিত্তিক জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)

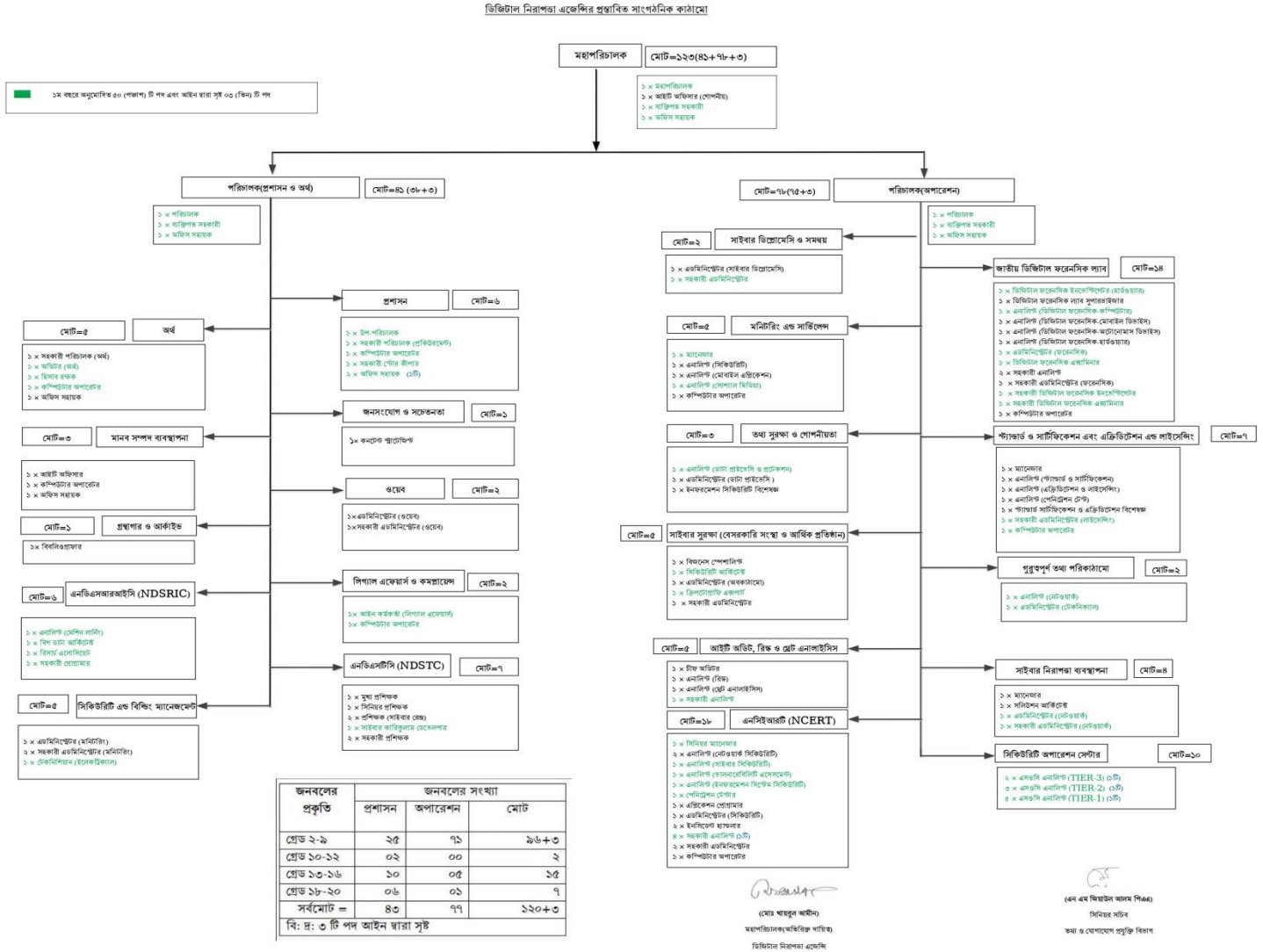

জনবলের প্রকৃতি	জনবলের সংখ্যা		
	প্রশাসন	অপারেশন	মোট
গ্রেড ২-৯	২৫	৭১	৯৬+৩
গ্রেড ১০-১২	০২	০০	২
গ্রেড ১৩-১৬	১০	০৫	১৫
গ্রেড ১৮-২০	০৬	০১	৭
সর্বমোট =	৪৩	৭৭	১২০+৩
বি: দ্র: ৩ টি পদ আইন দ্বারা সৃষ্ট			

২.২.৫. প্রস্তাবিত ইউনিটসমূহ

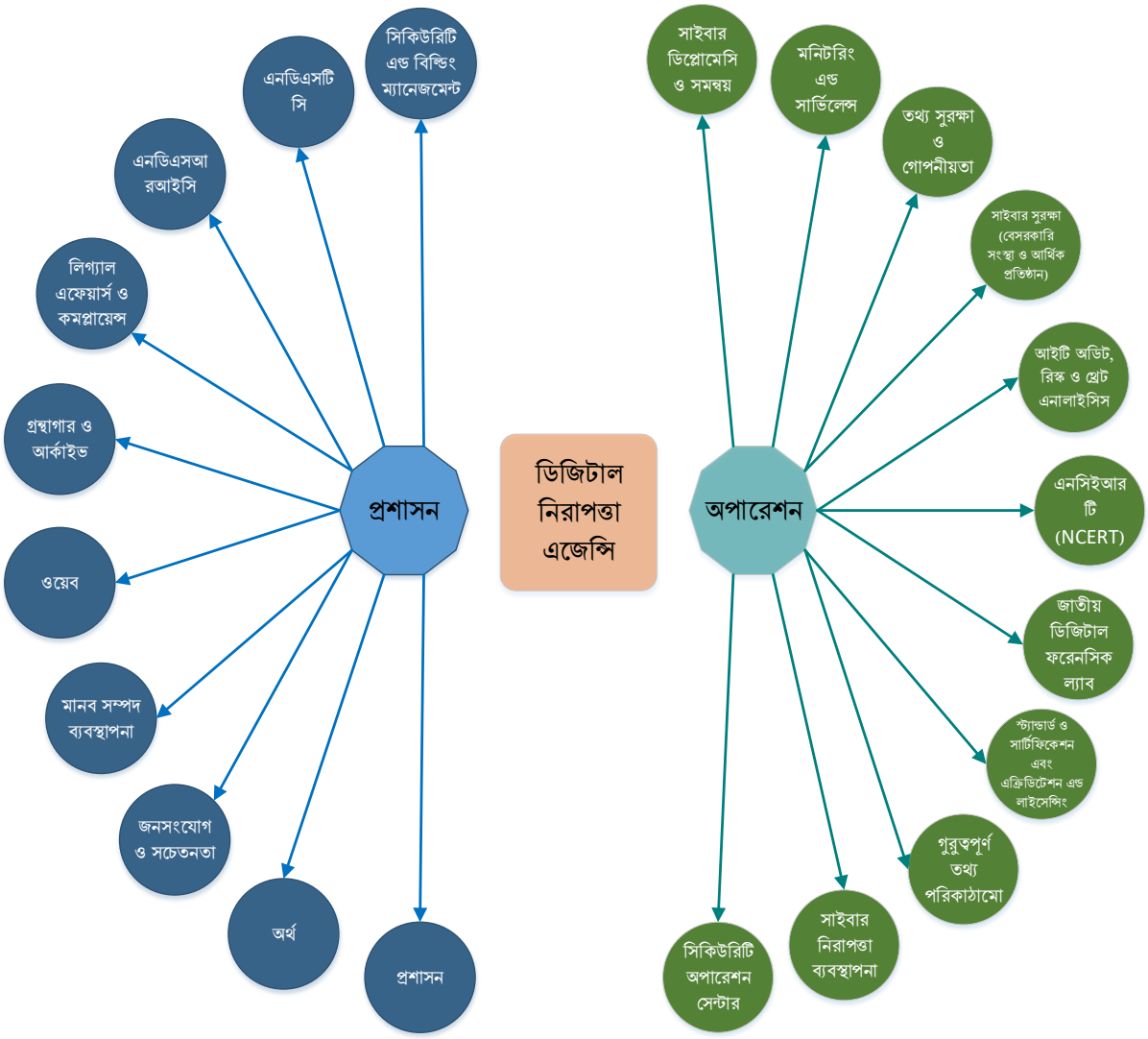

চিত্র: ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ইউনিটসমূহ

২.২.৬. সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের অগ্রগতি

১০২১ টি পদ সৃজনের লক্ষ্যে ডিএসএ থেকে আইসিটি বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয় ২১ অক্টোবর ২০২০ এবং বিভাগ হতে ২৫ অক্টোবর ২০২০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ডিএসএ'র প্রধান কার্যালয়ের জন্য ৩টি পর্যায়ে ২৩৫ টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করে ০৭ জানুয়ারী, ২০২১ পত্র প্রেরণ করে।

অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের নিমিত্ত চেকলিস্ট অনুযায়ী পূর্ণাংগ প্রস্তাব এই এজেন্সি হতে বিভাগে প্রেরণ করা হয় যা ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

০৪ মার্চ ২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় চাহিত তথ্যাদি আইসিটি বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং বিভাগ হতে গত ৩০ মার্চ ২০২১ তারিখে পুনরায় অর্থবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

অর্থ বিভাগ হতে ২৪ জুন, ২০২১ তারিখে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির প্রধান কার্যালয়ের জন্য ১২০ (একশত বিশ) টি পদ ০৩টি আর্থিক বছরে রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক বেতনস্কেল নির্ধারণের নিমিত্ত বাস্তবায়ন অনুবিভাগে পত্র প্রদান করে।

বাস্তবায়ন অনুবিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫ জুলাই ২০২১ তারিখে স্কেল ভেটিং এর জন্য ডিএসএ'র খসড়া চাকরি প্রবিধানমালা-২০২০ প্রেরণ করা হয়। বাস্তবায়ন অনুবিভাগ গত ২২ আগস্ট বেতন গ্রেড নির্ধারণপূর্বক পত্র প্রেরণ করে।

গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে কতিপয় পদের গ্রেড, যোগ্যতা ও প্রেষণের শর্তাবলী পুনর্বিবেচনার জন্য পুনরায় বাস্তবায়ন অনুবিভাগে ডিএসএ'র খসড়া চাকরি প্রবিধানমালা প্রেরণ করা হয়।

গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সারসংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা । তদপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি গত ২৬ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির জন্য রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে ১২০টি পদ সৃজনের সুপারিশ প্রদান করে।

অর্থবিভাগের রাষ্ট্রায়াত্ত্ব প্রতিষ্ঠান শাখা-৪ হতে গত ০৬ জুলাই, ২০২২ তারিখে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির জন্য ১ম অর্থবছরে ৫০ টি পদ সৃজনের সরকারি মঞ্জুরী (জি.ও) জারি করে।

২.৩. সাময়িকভাবে ব্যবহৃত জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)

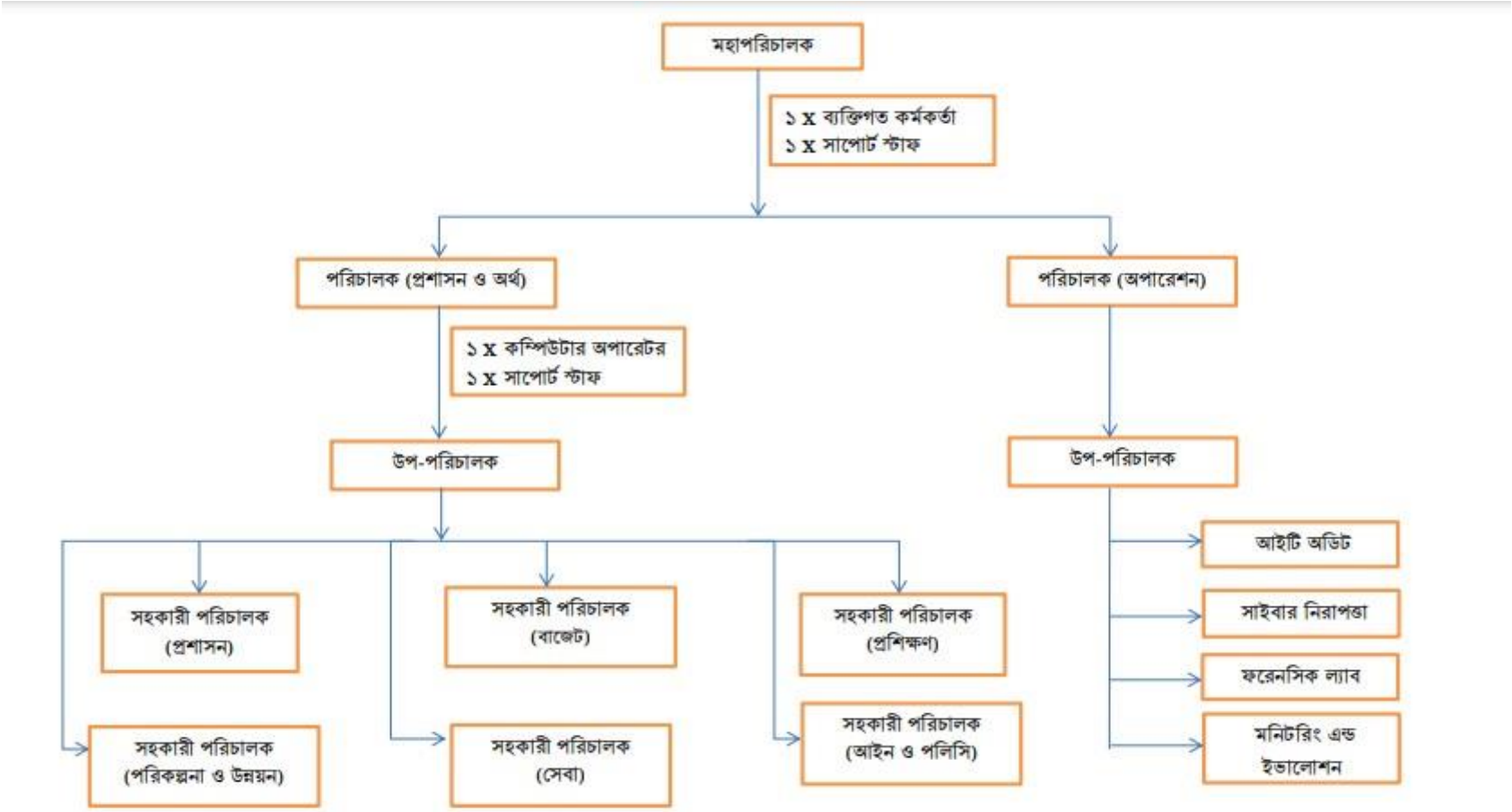

২.৪. সাময়িক কর্মবণ্টন

(ক) মহাপরিচালক:

- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন;
- সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সরকারি, বেসরকারি, বিদেশী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, সমন্বয়, সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় চুক্তি ((Contract)/এগ্রিমেন্ট (Agreement)/সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Uderstanding) স্বাক্ষর;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক হুমকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান বা, ক্ষেত্রমত, নির্দেশনা দান;
- দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকি;
- কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টীমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান;
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ঘোষণার বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং উক্ত পরিকাঠামো পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শনক্রমে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো চিহ্নিতকরণ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে তথ্য নিরাপত্তার বিধি-বিধান অনুসরণসহ সংরক্ষিত ব্যবস্থার পদ্ধতি নির্ধারণ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর সুরক্ষা প্রদান;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ডিজিটাল নিরাপত্তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং তাদের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার হুমকি সনাক্তকরণ এবং সংরক্ষিত ব্যবস্থার মানদণ্ড নির্ধারণ;
- স্বীয় অধিক্ষেত্রভুক্ত কোনো বিষয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি করলে উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা, ক্ষেত্রমত, ব্লক করার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে অনুরোধ জ্ঞাপন;
- ২ হতে ৯ পর্যন্ত বেতন গ্রেডভুক্ত এজেন্সির নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগ, বদলী ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুমোদন;
- প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা;
- পরিচালকদ্বয়ের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) লিখন এবং ৩ ও ৪ বেতন-গ্রেডের কর্মকর্তাগণের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিস্বাক্ষর করা;
- উপযুক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে মাসিক সভা অনুষ্ঠান;
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

(খ) পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ):

- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সাধারণ ও আর্থিক প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাদির তত্ত্বাবধান;

- ১০ হতে ২০ পর্যন্ত বেতন গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিয়োগ, বদলী ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুমোদন;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অধীনস্ত কর্মকর্তাগণের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন স্বাক্ষর/প্রতিস্বাক্ষর করা;
- এজেন্সির প্রয়োজনে বিভিন্ন মালামাল/সরঞ্জামাদি সংগ্রহ কার্য তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির প্রয়োজনে প্রকল্প ছক প্রণয়ন, সংশোধন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মনিটরিং কার্য তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড়করণ ও ব্যয় বিবরণী যাচাই কার্য তত্ত্বাবধান;
- সকল প্রকার আর্থিক বিবরণী যথাসময়ে প্রস্তুত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি তত্ত্বাবধান;
- প্রতিমাসে মধ্য মেয়াদী বাজেটের হিসাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি তত্ত্বাবধান;
- উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের রোড ম্যাপ প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি তত্ত্বাবধান;
- কর ব্যতীত রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত মাসিক রিটার্ন/প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কোনো বিল পরিশোধে জটিলতা সৃষ্টি হলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান;
- অধিনস্ত দপ্তরসমূহের অনুকূলে যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

(গ) পরিচালক (অপারেশন):

- এজেন্সির অপারেশনাল ও কারিগরি বিষয়াদি পরিচালনা ও তদারকি;
- জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমের কার্যক্রম তদারকি;
- CII অডিট পরিচালনার জন্য ক্যালেন্ডার প্রণয়ন ও দায়িত্ব প্রদান;
- ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব পরিচালনা কমিটির তদারকি;
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়নে কারিগরী সহযোগীতা প্রদান;
- সার্ট, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে হুমকী সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও কর্তৃপক্ষের অনুমোতিক্রমে সংশ্লিষ্টদের প্রেরণ;
- অধীনস্থ কর্মচারীর গোপনীয় অনুবেদন স্বাক্ষর/প্রতিস্বাক্ষর করা;
- সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও সংশ্লিষ্টদের সতর্ক বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি, হুমকী, অপরাধ বিষয়ে তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিরোধ/প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- ডিজিটাল অপরাধ প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কারিগরি সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সাইবার নিরাপত্তায় দেশ ও এজেন্সির জন্য অপারেশনাল ও কারিগরি বিষয়াদিতে সহযোগীতা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান;
- অপারেশন বিভাগের অধীনস্ত ইউনিটসমূহের কার্যাদি তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

- কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ভৌত, ইলেকট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- সরকারি পর্যায়ে ডিজিটাল নিরাপত্তায় সাপোর্ট সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
  বিভিন্ন কৌশলগত উদ্যোগ গ্রহণ এবং অধস্তন কর্মীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- হেল্প-ডেস্ক অপারেশন পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

(ঘ) উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ):

- পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন;
- নিয়ন্ত্রণাধীন সহকারী পরিচালকগণের কার্যাদির তদারকি ও তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, ছুটি এবং প্রশাসনিক/শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- এজেন্সির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অবসর, অবসর সুবিধাদি সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অধীনস্ত কর্মকর্তাগণের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন স্বাক্ষর/প্রতিস্বাক্ষর;
- পরিবহন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির সম্পদ সঞ্চালন ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

(ঙ) উপ-পরিচালক (অপারেশন):

- পরিচালক (অপারেশন)-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন;
- নিয়ন্ত্রণাধীন সহকারী পরিচালকগণের কার্যাদির তদারকি ও তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির অপারেশনাল ও কারিগরি বিষয়াদি পরিচালনা;
- ভৌত, ইলেকট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- সরকারি পর্যায়ে ডিজিটাল নিরাপত্তায় সাপোর্ট সেবাদান;
- এজেন্সির মিশন ও ভিশনের আলোকে অপারেশন বিভাগের মিশন ও ভিশন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- হেল্প -ডেস্ক অপারেশন পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

(চ) সহকারী পরিচালক (প্রশাসন):

- সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ;
- সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর কর্মবণ্টন;
- এসিআর সংক্রান্ত;
- বদলী/পদায়ন/যোগদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির গঠন, বিধি, গাইডলাইন, SOP সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কেন্দ্রীয় পত্রপ্রাপ্তি;
- সমন্বয় সভার কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও রিপোর্ট প্রদান;
- অভ্যন্তরীণ সভা;
- সমন্বয় সভার কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও রিপোর্ট প্রদান;
- মাসিক কার্যাবলির রিপোর্ট প্রদান।

(ছ) সহকারী পরিচালক (লজিস্টিক):

- ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- যানবাহন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ইন্টেরিয়র ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম;
- ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বই, স্টেশনারী ও অন্যান্য মালামাল ব্যবস্থাপনা;
- চিঠিপত্র প্রাপ্তি নিষ্পত্তি।

(জ) সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন):

- প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ডিএসএ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা
- ডিপিপি ও টিপিপি বিষয়ে মতামত প্রদান
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সাথে সমন্বয় সাধন;
- পিপিপি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- এডিপি সমন্বয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রদান;
- বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- NIS সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অভিযোগ নিষ্পত্তি;
- নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন;
- সাইবার নিরাপত্তা/ ডিজিটাল কনটেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হেল্প-ডেস্ক সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মুজিববর্ষ উদযাপন সংক্রান্ত;
- জিআরএস এর মাসিক প্রতিবেদন।

(ঝ) সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ):

- ই-নথি ও আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা;
- সিকিউরিটি গবেষণা কার্যক্রম সংক্রান্ত;
- আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এস ডি জি সংক্রান্ত;
- আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

(ঞ) সহকারী পরিচালক (বাজেট):

- বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আপ্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- APA সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত;
- পরিদর্শন ও পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
- মাস্ক পরিধান ও হাইজিন নিশ্চিতকরণ।

(ট) সহকারী পরিচালক (আইটি অডিট):

- সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের স্ট্রাটেজিক প্ল্যান অনুধাবন;
- আইটি সার্ভিস সাপোর্ট মডেল তৈরিতে সহায়তা;
- সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় এপ্লিকেশন ইন্সটল/ডেভেলপমেন্টে সহায়তা প্রদান;
- বড় ধরনের প্রকল্পে আইটি অডিট সংক্রান্ত সহায়তা;
- আইটি ঝুঁকি সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত সমেত ধারণা প্রদান;
- অডিট সাইকেল এবং ফ্রিকুয়েন্সি সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
- আইটি সাপোর্ট যন্ত্রপাতির পারদর্শিতা মূল্যায়ন ও বাজারদর নির্ধারণ;
- বিভিন্ন আইটি সাপোর্ট পরিকল্পনা-গুলোর বৈধতা যাচাই;
- CII সমূহের আইটি অডিট প্রতিবেদন সংগ্রহ, পর্যালোচনা।

(ঠ) সহকারী পরিচালক (সাইবার নিরাপত্তা):

- প্রচার ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ডিএসএ'র বিধিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত;
- ডিজিটাল টাস্কফোর্স সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- সাইবার ক্রাইম ডিটেক্ট ও প্রটেকশনে সহায়তা করা;
- কম্পিউটার সিকিউরিটি ও কম্পিউটার ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।

(ড) সহকারী পরিচালক (ফরেনসিক ল্যাব):

- ফরেনসিক ল্যাব বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত মানদণ্ড অনুযায়ী ল্যাব কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ;
- সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কর্মদক্ষতা, পারদর্শিতা ও দক্ষতা মূল্যায়ন;
- হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঠিক কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান;
- ফরেনসিক ল্যাবের উপযোগী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার গুনগত মান নিশ্চিত এবং ব্যবহারের সুপারিশকরণ সহায়তা প্রদান;
- ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও পুনরুদ্ধার ও নিরপেক্ষ প্রতিবেদন;
- ফরেনসিক নমুনা ও আলামত সংগ্রহ;
- মামলার কারিগরি ও প্রশাসনিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা।

(ঢ) সহকারী পরিচালক (মনিটরিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন):

- সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল কিছুর তদারকি ও মূল্যায়নে সহায়তা প্রদান;
- মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরি;
- বিভিন্ন ডিভাইসের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন;
- আইটি অডিট, সাইবার নিরাপত্তা ও ফরেনসিক ল্যাবের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজের সমন্বয় সাধন করা।

(ণ) সহকারী পরিচালক (আইন বিধি ও পলিসি):

- আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সকল পলিসি/ গাইডলাইন নীতিমালা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- তথ্যবাতায়ন হালনাগাদকরণ এবং সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সংক্রান্ত;
- সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত;
- ওয়েবসাইটে তথ্য হালনাগাদকরণ।

৩. ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান, স্ট্র্যাটেজি ইত্যাদি

২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত আইন, বিধি-বিধান, স্ট্র্যাটেজি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে—

(ক) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ডিজিটাল নিরাপত্তা সুরক্ষা গাইডলাইন, ২০২২:

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহের ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুরক্ষার জন্য অনুসরণীয় গাইডলাইন হিসেবে “গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ডিজিটাল নিরাপত্তা সুরক্ষা গাইডলাইন, ২০২২” (প্রথম সংস্করণ) প্রণয়ন করা হয়েছে। গাইডলাইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহের পালনীয় নির্দেশাবলি;

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ডিজিটাল নিরাপত্তা ঝুঁকি নিরূপণ;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার ঘটনা শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধকরণ;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টি;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;
- নিরাপদ পরিচলন ব্যবস্থা;
- অনুসরণীয় উত্তম চর্চা।

(খ) ডিজিটাল ফরেনসিক সংক্রান্ত গাইডলাইন, ২০২২ (খসড়া):

ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন, পরিচালনা এবং ব্যবহার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে "ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব গাইডলাইন, ২০২২" (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে। গাইডলাইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

- ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ব্যবস্থাপনা;
- ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের উপকরণ;
- ডিজিটাল ফরেনসিক কেস ব্যবস্থাপনা;
- ফরেনসিক পরীক্ষার পর্যায়;
- ডিজিটাল ফরেনসিক নমুনা বা আলামত পরীক্ষণ;
- ডিজিটাল ফরেনসিক নমুনা বা আলামত বিশ্লেষণ;
- ফরেনসিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও উপস্থাপন;
- ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরির অনুসরণীয় মানদণ্ড।

(গ) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৩ (খসড়া):

ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সরকারি তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "ব্যক্তিগত সুরক্ষা আইন, ২০২৩" (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

- ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা (ফার্ম, কোম্পানি ও সংস্থাসহ);
- উপাত্ত সুরক্ষার মূলনীতিসমূহ;
- উপাত্তধারীর অধিকার;
- উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি (শিশুর উপাত্তসহ);
- যে যে ক্ষেত্রে উপাত্তধারীর সম্মতি প্রয়োজন নেই;
- উপাত্ত সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা;
- উপাত্ত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিধান;
- উপাত্ত মজুদ ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় তথ্য প্রবাহ;
- উপাত্ত সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা;
- আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও জরিমানা;
- উপাত্ত নিয়ন্ত্রকের দায়-দায়িত্ব।

(ঘ) ক্লাউড কম্পিউটিং নীতিমালা, ২০২৩(খসড়া):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির টেকসই অগ্রগতি ও এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে ক্লাউড পরিসেবা গ্রহণে সরকারি ও সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করতে "ক্লাউড কম্পিউটিং নীতিমালা, ২০২৩" (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

- সরকারি পর্যায়ে ক্লাউড সেবা গ্রহণকারীর দায়িত্বাবলী;
- বেসরকারি পর্যায়ে ক্লাউড সেবা গ্রহণকারীর দায়িত্বাবলী;
- ক্লাউড নিরাপত্তা;
- তথ্য নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা;
- আন্তর্জাতিক পাবিলক ক্লাউড ব্যবহারের পদ্ধতি;
- বাংলাদেশে কাযকর্ম পরিচালনায় আন্তর্জাতিক পাবিলক ক্লাউড সেবাপ্রদানকারীকে প্রদত্ত সুবিধাসমূহ।

৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, ফলাফলধর্মী কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান এবং কর্মপ্রীতি বা পারফরমেন্স মূল্যায়নের লক্ষ্যে সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রবর্তন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে এজেন্সি'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এসকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এসকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। এ সকল কার্যক্রমকে সামনে রেখে ১৫ জুন, ২০২২ তারিখ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির কৌশলগত উদ্দেশ্য (২০২২-২০২৩)

ক্রমিক	উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক
১	ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদানের পরিকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি	৪ টি	৪ টি
২	ডিজিটাল নিরাপত্তায় সেবা প্রদান	৩ টি	৩ টি
৩	ডিজিটাল নিরাপত্তায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি	৫ টি	৫ টি

৪.১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০২২-২০২৩)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি ২০২২-২৩ অর্থবছরে চূড়ান্ত মূল্যায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নরূপ-

ক্র. নং.	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১	আইটি অডিট সম্পন্নকরণ	৩ টি	৪ টি	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ০৪ টি আইটি অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে।
২	সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনা	১০৫০০ জন	২১,৮০০ জন	সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অনলাইন প্রশিক্ষণ ‘মুক্তপাঠ’ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়েছে এবং ২১,৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থী এই কোর্সটি সম্পন্ন করেছেন।
৩	সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন	১০ টি	১০ টি	সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক ১০ টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২২-২০২৩ সালের কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রণীত ছকে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এ এজেন্সির নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা ও অংশীজনের অংশগ্রহণে ৪টি সভা/সেমিনার আয়োজন করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ এজেন্সির কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭’ অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ এজেন্সির ১ (এক) জন কর্মকর্তাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে উক্ত কর্মকর্তাকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মকর্তা হলেন:

- জনাব মোঃ নাঈম খান, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

৫.১. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	৪	৪
২	১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৪	৪
৩	১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	৪	৪
৪	১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	২	২
৫	১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	২	২
৬	১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	৪	৪
৭	২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩১-০৭-২০২২	৩১-০৭-২০২২
৮	২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	২	২
৯	২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	৩	৩
১০	২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	৩	৩
১১	২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	৫	৫
১২	৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩	৩
১৩	৩.২ ক্রয়কৃত মালামাল GRP সিস্টেমে অন্তর্ভূক্তিকরণ	৫	৫
১৪	৩.৩ স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধমূলক সেমিনার	৫	৫
১৫	৩.৪ ডিজিটাল হাইজিন সম্পর্কিত সচেতনতামূলক প্রচারণা	৫	৫

৬. বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

বাজেটের ধরণ	বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	ব্যয়
পরিচালন	৫৭০.০০ লক্ষ	৩,১৫.৩০ লক্ষ	২৩৮.৮৬ লক্ষ

৭. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির অডিট আপত্তির স্থিতি ছিল ৫ টি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ এজেন্সির অডিট আপত্তির বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম	মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থা/এজেন্সি	মোট অডিট আপত্তি		নিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		
		আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আপত্তির ধরণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি	৪	০.০৫৮৩৭	২	০.০৫৮৩৭	২	০	সাধারণ

৮. ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন

সরকারি কাজের গতি বাড়াতে ২০১৬ সাল থেকে ই-নথি কার্যক্রম শুরু হয়। সরকারি কাজের সেবাকে ডিজিটাল করতেই ই-নথির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে ই-নথি অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ই-নথিকে বলা হচ্ছে কাগজহীন সরকারি দপ্তর। এর মাধ্যমে সরকারি কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বেড়েছে। এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে দাপ্তরিক কাজে কমে আসছে দুর্নীতি ও সময়ক্ষেপণের সুযোগ। ই-নথির মাধ্যমে সরকারি কাজে জবাবদিহি বাড়ছে। ই-নথির এসকল বৈশিষ্টের করণে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র কার্যক্রমে সেবার স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি হতে ১০২৪টি নথি ই-নথির মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ৬২০ টি পত্র ই-নথির মাধ্যমে জারি করা হয়েছে।

৯. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও অভিযোগ নিস্পত্তি

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে হালনাগাদ করা হয়েছে। এতে ২টি নাগরিক সেবা, ১০টি দাপ্তরিক সেবা ও ১৫টি অভ্যন্তরীণ সেবা যুক্ত করা হয়েছে। সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) এবং আপিল কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১০. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির এসডিজি বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০১৯-২০৩০

ক্ষেত্র	২০১৯ সালের প্ল্যানিং ও রোডম্যাপ	আগামী ০২ বছরের প্ল্যানিং ও রোডম্যাপ (২০২১)	আগামী ০৫ বছরের প্ল্যানিং ও রোডম্যাপ (২০২৪) (ক্রমপুঞ্জিত)	আগামী ১০ বছরের প্ল্যানিং ও রোডম্যাপ (২০৩০) (ক্রমপুঞ্জিত)
১। সাইবার নিরাপত্তা বিধানে আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণ (এসডিজি টার্গেট ১৭.৮)	১.১ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি (ক্ষমতা ও কার্যাবলী) বিধিমালা-২০১৯ প্রণয়ন	১.৪ ডেটা প্রাইভেসি এন্ড প্রটেকশন বিধিমালা প্রণয়ন ১.৫ জনবল নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন ১.৬ Forensic lab accreditation	১.৯ জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের ১২টি সভা আহবান	১.১০ জাতীয় পর্যায়ে সকল সরকারি দপ্তরে ইনফরমেশন অডিট বাধ্যতামূলক করা

	১.২ জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের ১টি সভা আহবান ১.৩ জনবল নিয়োগ বিধিমালার প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন	rules প্রণয়ন ১.৭ NCERT স্থাপন/পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন ১.৮ জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের ৬টি সভা আহবান		
২। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র পরিকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি (এসডিজি টার্গেট ১৭.৮)	২.১ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপনের প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ ২.২ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর এ ৩ একর জায়গা বরাদ্দ গ্রহণ ২.৩ রাজধানীর আগারগাঁও এ আইসিটি বিভাগের সন্নিহিত এলাকায় এজেন্সি'র প্রধান কার্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ ২.৪ কোরিয়া এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় Establishment of Digital Security Agency নামক PDPP অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ	২.৫ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ২.৬ জাপান/কোরিয়া/চীন এর সহায়তায় ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির অবকাঠামো তৈরির প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা ২.৭ এজেন্সির কার্যালয় স্থাপনে প্রয়োজনীয় লে-আউট ও নকশা প্রণয়ন ২.৮ এজেন্সির কার্যালয় ভবন নির্মাণে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও কার্যাদেশ প্রদান ২.৯ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, NCERT, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও কার্যাদেশ প্রদান	২.১০ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর এ ৩ একর জায়গার উপরে আন্তর্জাতিক মানের সুবিধা সম্পন্ন কার্যালয় ভবন নির্মাণ সম্পন্নকরণ ২.১১ এজেন্সির ভবনে ন্যাশনাল ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, NCERT, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার স্থাপনের অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্নকরণ	২.১২ রাজধানীর আগারগাঁও এ আইসিটি বিভাগের সন্নিহিত এলাকায় এজেন্সি'র প্রধান কার্যালয় স্থাপন সম্পন্নকরণ
৩। সাইবার নিরাপত্তা বিধানে সক্ষমতা অর্জন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	৩.১ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা অনলাইন কোর্স প্রণয়ন ৩.২ ৩৫০ জন মাননীয় সংসদ	৩.৪ জনবল নিয়োগ সম্পন্নকরণ ৩.৫ ৫টি Critical Information Infrastructure এর ইনফরমেশন অডিট সম্পন্নকরণ	৩.৭ নিয়োগকৃত জনবলের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ৩.৮ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন	৩.১৪ ৫০০০ জন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য Certification ব্যবস্থা চালুকরণ ৩.১৫ সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামোর

(এসডিজি টার্গেট ৯সি)	সদস্যগণের জন্য ডিজিটাল লিডারশীপ প্রোগ্রামের কন্টেন্ট তৈরিকরণ ৩.৩ জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরিকরণ	৩.৬ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবসমূহের ইনফরমেশন অডিট সম্পন্নকরণ	৩.৯ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সচেতনতামূলক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন ৩.১০ Critical Information Infrastructure এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন ৩.১১ ৩৫০ জন মাননীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন ৩.১২ দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় ও ৪৯২টি উপজেলায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন ৩.১৩ ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিসার্চ ফোরাম গঠন	ইনফরমেশন অডিট প্রতিবেদন গ্রহণ ও পর্যালোচনা ৩.১৬ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সচেতনতামূলক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন ৩.১৭ Critical Information Infrastructure এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন ৩.১৮ ৩৫০ জন মাননীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন ৩.১৯ দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় ও ৪৯২টি উপজেলায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন

১১. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির সাম্প্রতিক গৃহীত কার্যক্রম

- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (CII) অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম:**

২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের ০৪ টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো অডিট করে সংশ্লিষ্ট সিআইআই-সমূহকে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো অডিট একটি নিয়মিত কার্যক্রম এবং তা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য অডিট টিম সিএসএ (CSA) স্টার ক্লাউড অডিটের উপর ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ সার্টিফিকেট অর্জন করেছে।

- **সাইবার সেন্সর:** সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) তে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২২টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।
- **ইন্সিডেন্ট হ্যান্ডেলিং কার্যক্রম:** BGD e-GOV CIRT হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৯টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) তে এপ্লিকেশনসমূকে সুরক্ষিত করার জন্য Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) করে প্রতিকারের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।
- **সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম:** বৈশ্বিক সাইবার থ্রেট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ৬৬টি ইন্টেলিজেন্স প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।
- **Social Media Monitoring কার্যক্রম**: দৈনিক ভিত্তিতে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ পর্যবেক্ষণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ১,৬৪৩ টি পোস্ট চিহ্নিত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়েছে এবং ১৩৩ টি উদ্ভূত সাইবার হুমকির বিপরীতে অ্যালার্ট প্রেরণ করা হয়েছে।

- **সাইবার ড্রিল কার্যক্রম:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতি বছর সাইবার ড্রিল আয়োজন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০১ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, একটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এবং ০১ টি ন্যাশনাল লেভেলসহ মোট ০৩ টি সাইবার ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়।

- বাংলাদেশের জন্য বাৎসরিক Cyber Threat Landscape Report 2022 প্রকাশিত হয়েছে।

- **সাইবার নিরাপত্তা সূচক:** এস্তোনিয়া ভিত্তিক ই-গভর্নেন্স একাডেমি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণীত ২০২২ অনুযায়ি বিশ্বের ১৬০টি দেশের মধ্যে ৬৭.৫৩ স্কোর করে বাংলাদেশ ৩৫তম স্থান অর্জন করেছে। মৌলিক সাইবার হামলা প্রতিরোধের প্রস্তুতি, সাইবার ইনসিডেন্ট, সাইবার অপরাধ ও বড় ধরনের সংকট ব্যবস্থাপনার বিষয় মূল্যায়ন করে এ সূচক তৈরি করা হয়।

চিত্র: এস্তোনিয়াভিত্তিক ই-গভর্নেন্স অ্যাকাডেমি ফাউন্ডেশনের (NCSI) করা জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচক।

চিত্র: ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক সেমিনার; ০৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ, জেলা প্রশাসনের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

- নেদারল্যান্ড ভিত্তিক সংস্থা Surfshark এর ইন্টারনেট সাশ্রয়ী, নিরাপত্তা এবং মানের নিমিত্তে জরিপ কার্যক্রম ডিজিটাল কোয়ালিটি অফ লাইফ (DQL) ইনডেক্স ২০২২ অনুযায়ি, বাংলাদেশ ২৭ ধাপ উপরে উঠে ৭৬তম স্থানে আরোহণ করেছে। সূচকে মূল্যায়ন করা দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশের মধ্যে ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান।

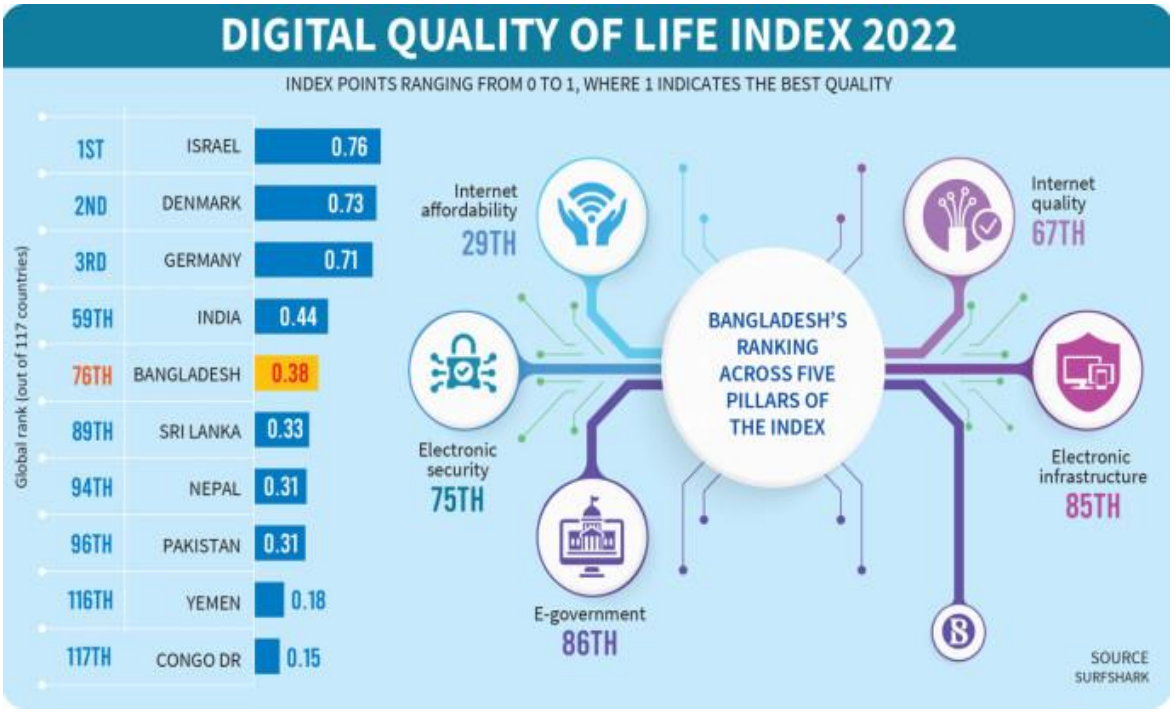

চিত্র: ডিজিটাল কোয়ালিটি অফ লাইফ (DQL) ইনডেক্স ২০২২ অনুযায়ি বাংলাদেশের অবস্থান

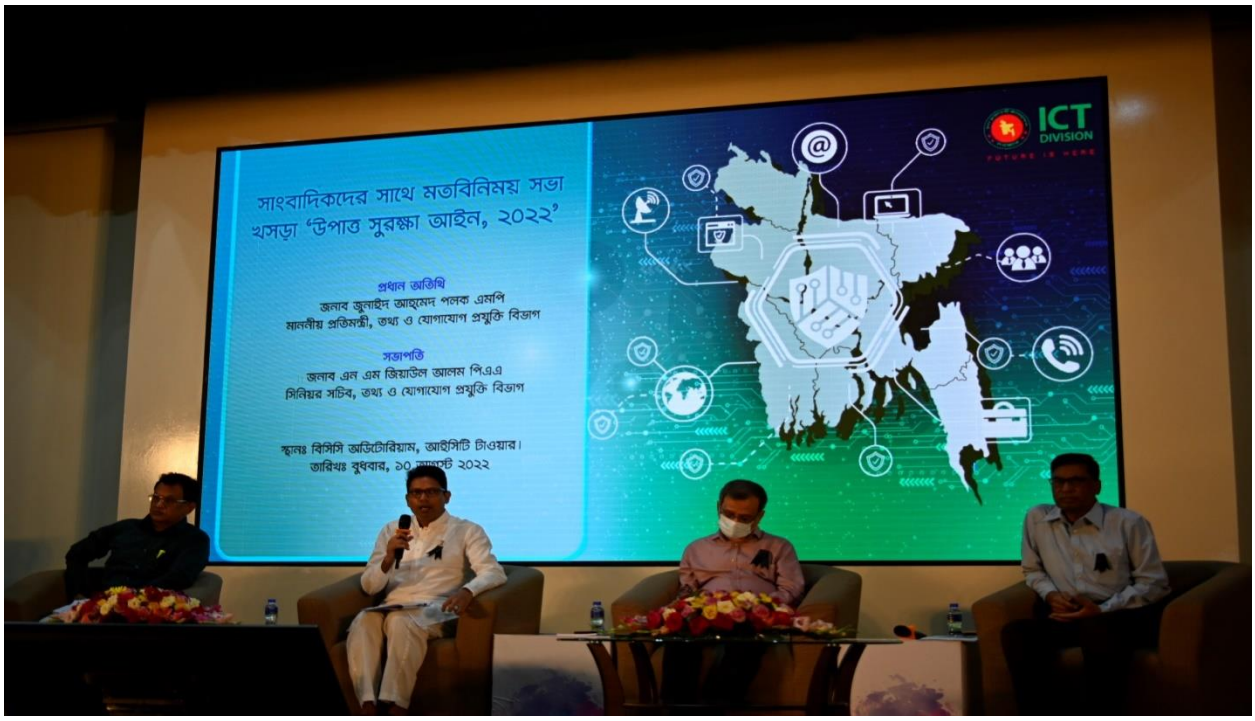

চিত্র: সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা, ১০ আগস্ট ২০২২।

চিত্র: ঐতিসাহিক ০৭ই মার্চে মহাপরিচালক মহোদয়ের পুস্পস্তবক অর্পণ।

১১.২. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং কম্বোডিয়া এর মধ্যে Cooperation in the Area of National Cyber Security বিষয়ক সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং BGD e-Gov CIRT এবং Cyber Warfare & Information Technology Directorate Operations Branch, Bangladesh Air Force এর মধ্যে Cyber Incident Reporting and Capacity Building Co-operation বিষয়ক সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- The Bangladesh Government Computer Incident Response Team (BGD e-Gov CIRT) এবং The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) এর মধ্যে Cooperation in the area of Cyber Security বিষয়ক সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং Technology Media Guild Bangladesh (TMGB) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- Cybersecurity -র বিষয়ে আইসিটি ডিভিশন এবং জাপান সরকারের মধ্যে একটি Memorandum of Cooperation (MoC) স্বাক্ষরিত হয়।

চিত্র: কোরিয়ান এম্বাসিডরের ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি পরিদর্শন।

১১.৩. কল সেন্টারের কার্যক্রম (৩৩৩(৮) ও ১০৪)

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ সাইবার স্পেস এবং ডিজিটাল জীবনযাত্রাকে সুরক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ সাইবার স্পেস প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য নিয়ে সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে নাগরিকের সাইবার নিরাপত্তার পাশাপাশি ডিজিটাল এবং সোশ্যাল মিডিয়া নিরাপত্তা বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। নাগরিকগণ ৩৩৩(৮) এবং ১০৪ নম্বরে কল করার মাধ্যমে উক্ত সেবা গ্রহণ করতে পারেন। হেল্পলাইনের মাধ্যমে নাগরিককে সাইবার নিরাপত্তা এর পাশাপাশি ডিজিটাল এবং সোশ্যাল মিডিয়া নিরাপত্তা বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির হেল্পলাইন সেবা সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে চালু করা হয়। এই কল সেন্টার নাগরিকের জন্য ২৪/৭ সহজ ও দ্রুততম সেবা নিশ্চিত করছে। সেবার মানোন্নয়নের জন্য ডিএসএ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি করছে। যার মাধ্যমে নাগরিককে আরও উন্নত সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। কল সেন্টারে জুন ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট প্রায় ০২ লক্ষ নাগরিককে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১১.৪. মুক্ত পাঠ প্ল্যাটফর্মে অনলাইন প্রশিক্ষণ

সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অনলাইন প্রশিক্ষণ 'মুক্তপাঠ' অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২১,৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থী এই কোর্সটি সম্পন্ন করেছেন। তাছাড়া, এ পর্যন্ত ১,০৪,০০০ জন উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

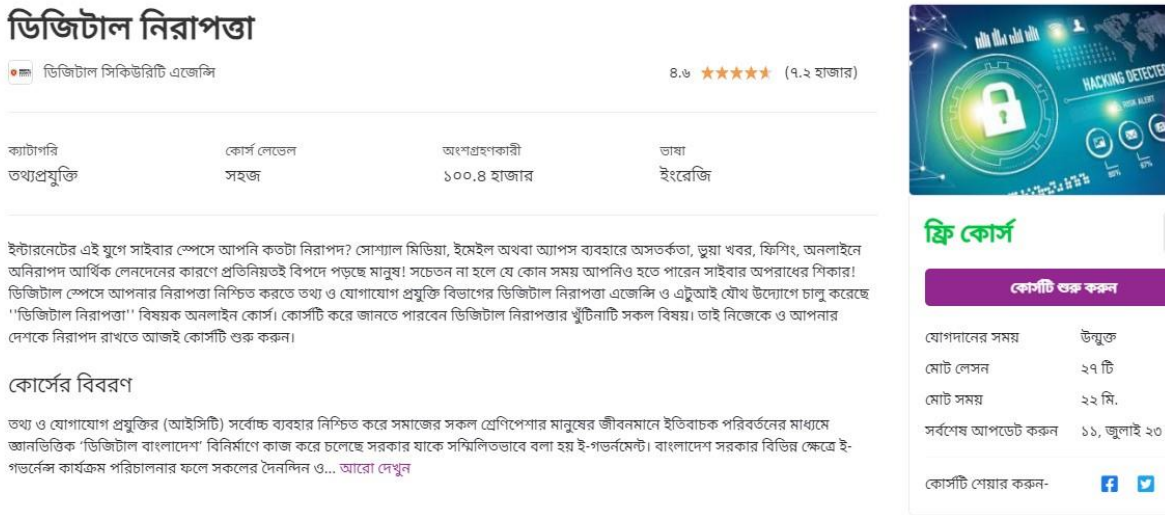

চিত্রঃ মুক্তপাঠ প্ল্যাটফর্মে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা' সংক্রান্ত অনলাইন কোর্স

১১.৫. সেমিনার/কর্মশালা/আয়োজিত ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা

- বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে সাইবার সচেতনতামূলক ২২ (বাইশ) টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি কর্তৃক ২৮ (আটাশ) টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২৯ মার্চ ২০২৩।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিতে সেমিনার শেষে সকলের সাথে চিত্রধারণ , ২২ মার্চ ২০২৩।

চিত্র: ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক সেমিনার; ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ, জেলা প্রশাসনের কার্যালয়, খুলনা।

চিত্র: বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে জাতীয় পর্যায়ে সাইবার হুমকি ও ঝুঁকির বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সংবাদ সম্মেলন।

চিত্র: এজেন্সি'র ভবন ও কমান্ড সেন্টারের প্রাথমিক ডিজাইন

১২. উপসংহার

একটি নিরাপদ ডিজিটাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন, প্রয়োজনীয় সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করার লক্ষ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ইন্ডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত হলে দেশের সাইবার নিরাপত্তা রক্ষায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই এজেন্সি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমকে সংকলিত করে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা এবং দেশের নাগরিকগণ অবহিত হতে পারবেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য উত্তম চর্চাসমূহ

প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা

- ইউজার একাউন্টের মাধ্যমে সিস্টেমে লগ-ইন করুন
- আসল সফটওয়্যার/অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করুন
- অপরিচিত/অননুমোদিত ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের সিস্টেম ব্যবহার থেকে বিরত রাখুন
- দাপ্তরিক কাজে প্রতিষ্ঠানের ই-মেইল আইডি ব্যবহার করুন
- কাজ শেষে সিস্টেম থেকে লগ-আউট/স্ক্রীন লক করুন
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্তের ব্যাকআপ রাখুন

ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার

- ডিজিটাল ডিভাইসসমূহ পাসওয়ার্ড বা বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সুরক্ষিত রাখুন
- শক্তিশালী পাসওয়ার্ড (বর্ণ, সংখ্যা ও বিশেষ চিহ্ন) ব্যবহার করুন
- প্রতিটি একাউন্ট/এ্যাপস এর জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
- অপ্রয়োজনে ক্যামেরা অপশন চালু রাখা থেকে বিরত থাকুন
- স্বীকৃত ওয়েবসাইট থেকে এ্যাপস/সফ্টওয়্যার ডাউনলোড করুন

অনলাইন / ইন্টারনেট ব্যবহার

- ওয়েবসাইটে SSL সার্টিফিকেট (https বা 🔒 চিহ্ন) দেখে ব্যবহার করুন
- লগ-ইন অপশনসমূহে Two Factor Authentication চালু রাখুন
- ইন্টারনেট ব্রাউজার এবং প্রয়োজনীয় প্লাগ-ইনসমূহ নিয়মিত আপডেট রাখুন
- অনলাইনে লেনদেনের ক্ষেত্রে https বা 🔒 চিহ্ন যুক্ত সাইট দেখে লেনদেন করুন
- অপরিচিত ও সন্দেহজনক ই-মেইল বা লিংকে ক্লিক করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একাউন্টের প্রাইভেসি সেটিং নির্ধারণ করুন
- একান্ত ব্যক্তিগত তথ্যাবলী অপরিচিতদের সাথে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন
- কোনো পোস্ট শেয়ার করার আগে এর সঠিকতা যাচাই করুন
- মিথ্যা সংবাদ, গুজব, সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী প্রচার-প্রচারণা সংক্রান্ত পোস্টে লাইক বা শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন
- অপমানজনক ও বিভ্রান্তিকর বিষয় সংক্রান্ত পোস্ট ব্লক করুন বা রিপোর্ট করুন

সাইবার বুলিং হতে সুরক্ষা

- একান্ত ব্যক্তিগত তথ্যাবলী অপরিচিতদের সাথে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন
- কাউকে অপমানজনক বা ক্ষতিকর কোন মন্তব্য করা, শেয়ার বা লাইক দেয়া থেকে বিরত থাকুন
- সাইবার বুলিং এর শিকার হলে তা গোপন না রেখে অভিভাবক, শিক্ষক বা বিশ্বস্ত কাউকে অবহিত করুন
- অনলাইনে কেউ উদ্ভট বা অনাকাঙ্ক্ষিত ছবি বা তথ্য চাইলে তা পরিহার করুন
- যিনি বুলিং করছেন, তাকে ব্লক করুন বা রিপোর্ট করুন
- বুলিং সংক্রান্ত তথ্যাবলী ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আইনানুগ পদক্ষেপের জন্য সংরক্ষণ করুন

পাসওয়ার্ড ব্যবহার

- শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
- বর্ণ-সংখ্যা-বিশেষ চিহ্ন বিশিষ্ট কমপক্ষে ৮ (আট) সংখ্যার পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
- পাসওয়ার্ড গোপন রাখুন এবং অন্যের সাথে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন
- নির্দিষ্ট সময় পর পর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন
- সহজে অনুমেয় পাসওয়ার্ড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন
- ওয়েব ব্রাউজারে পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করা থেকে বিরত থাকুন

DIGITAL SECURITY AGENCY

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

www.dsa.gov.bd

কল সেন্টার - ৩৩৩ এবং ১০৪